আ জ ম নাছির উদ্দিনের ৩৬ দফা প্রতিশ্রুতির নির্বাচনী ইশতেহার

এখনো চট্টগ্রামই হতে পারে ‘একটি আইডল গ্রীন মেগাসিটি’। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে চট্টগ্রাম বিশ্বের অন্যান্য ‘মেগাসিটির’ সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে যদি এখানকার সম্পদগুলোকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজে লাগানো যায়, পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়ন করা যায়। স্রেফ কোন ‘ফ্রেম বন্দি দফায়’ সীমাবদ্ধ না থেকে এই বন্দর শহরকে মেগাসিটির নাগরিক সুবিধায় উন্নীত করতে যা দরকার সবকিছুই করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।

নগরবাসীর উন্নত সেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করে নাগরিক সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা ও পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলা সম্ভব। সমন্বয়হীনতার কারণে বিপুল সম্পদ ও অর্থের অপচয় হয়, এই অপচয় রোধ করে নাগরিকদের কর হার হ্রাস করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আমাদের লক্ষ্য, শুধু নগরের কেন্দ্রিভূত সমন্বয় নয়, ওয়ার্ডভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী, প্রবীণ নাগরিক, নারী ও তরুণদের সমন্বয়ে সর্বোচ্চ সেবার সুফল সবার ঘরে ঘরে পৌঁছানো। দলমত নির্বিশেষে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে তাদের পরামর্শে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
জলাবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক), পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো), সিডিএ, রেলওয়ে, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য- গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, মেট্রোপলিটন পুলিশ, চট্টগ্রাম ওয়াসাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে কাজ করব। বিশেষজ্ঞ পরামর্শের ভিত্তিতে নেয়া হবে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এ জন্য (ক) খাল ও নালাগুলোকে পূর্বতন অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া, পরিকল্পিতভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক খননযন্ত্র ব্যবহার করে খাল খনন, বাড়ানো হবে খালের গভীরতা ও প্রশস্ততা। (খ) খালের মাঝখানে ময়লা-আবর্জনা যাতে জমে না থাকে সে জন্য একটি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি ও ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া (গ) সরকারের সর্বশেষ অনুমোদন পাওয়া বহদ্দারহাট থেকে কর্ণফুলী পয়েন্ট পর্যন্ত নতুন খালটি দ্রুত খনন , আরও নতুন খাল খননের উদ্যোগ নেওয়া, (ঘ) প্রতিটি খালের মুখে স্থাপন করা হবে স্লুইচ গেট (ঙ) কর্ণফূলী নদীর মাঝখানে জেগে উঠা চর ড্রেজিং করে নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ,(চ) ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রণীত মাস্টার প্ল্যানের সময়োপযোগী নবায়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেও এটি সম্ভব। এই পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়িত হলে নগরবাসী জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে।

ডিজিটাল চট্টগ্রাম

নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে কলসেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ‘ওয়ানস্টপ’ সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং মোবাইল পরিচ্ছন্নতা টিমের মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি, (খ) সিটি করপোরেশনের কর্মকাণ্ডের আধুনিকায়ন ও তার জবাবদিহিতা বজায় রাখতে করপোরেশনকে ই-গভর্নেস স্কিমের আওতায় এনে চলমান অটোমেশন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন, (গ) দ্রুত ডিজিটাল সার্ভে স্কিম বাস্তবায়ন করে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তথ্যডেস্ক স্থাপন , (ঘ) নগরবাসীর কর প্রদান, বিল প্রদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ‘স্মার্ট কার্ড’ স্কিম বাস্তবায়ন , স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ই-হেলথ বা ই-সেবা চালু , (ঙ) সম্পূর্ণ-নগরীকে ওয়াই-ফাই জোনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

টেকসই উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ

উন্নয়নে ও সেবায় বরাদ্দ পাওয়া টাকা ইচ্ছেমতো খরচ করা কিংবা কোনো প্রেসার গ্রুপের স্বার্থ হাসিলে নতি স্বীকার নয়, সাধারণ মানুষের হকের টাকা সাধারণ মানুষের প্রকৃত কল্যাণে ব্যয় করাই হল আমাদের লক্ষ্য। তা করতে হলে নগর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। নগরের ৪১টি ওয়ার্ডকে তার অবহেলিত, প্রান্তিক ও সামন্তবাদী অবস্থান থেকে জনসহযোগে ও জনগণের কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে যেতে হবে। স্থানিক ও প্রশাসনিক অর্থে প্রতিটি ওয়ার্ডকেই 'ফোকাল পয়েন্ট' ধরে সেবার প্রতিটি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম চালানোর জন্য সমাজের পেশাদার ও সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করে উন্নয়ন সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।

আমরা বিশ্বাস করি, 'টেকসই' উন্নয়ন মানে হাজার হাজার কোটি টাকার ফ্লাইওভার, টানেল, পাঁচতারকা হোটেল, ভবন ও মার্কেট ইত্যাদি নির্মাণ শুধু নয়, এ ধরনের উন্নয়নে সমাজের ৯৬ শতাংশ সাধারণ মানুষ যাতে উপেক্ষিত না হয়, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য। সুযোগ পেলেই এ লক্ষ্য পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করব আমরা।

এছাড়াও নানা পরিকল্পনা রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, পাহাড় রক্ষা ও বনায়ন, পানি দূষণ রোধ, পানি সঙ্কট নিরসন, জলাধার রক্ষা, কর্ণফুলী সুরক্ষা, এতিমদের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সামাজিক কর্মসূচি ,ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকট নিরসন,

ধর্মীয় সুবিধা, আবাসন সংকট নিরসন, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা, ক্রীড়া ও বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়ন, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন, সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ , তথ্য প্রযুক্তি ও স্বনির্ভরতা, ফরমালিনমুক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা , আয়বর্ধক প্রকল্প, তরুণ যুব ও নারী কর্ম সংস্থান সৃষ্টি, প্রান্তিক মানুষের সুবিধা, আধুনিক কসাইখানা স্থাপন , শিশুবান্ধব নগর, ভিক্ষাবৃত্তির বিমোচন, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ, পুরুষ/মহিলা ভেদে পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক পথচারী টয়লেট উন্নয়ন, কৃষিখাত প্রণোদনা স্থাপন বিষয়ক ।

চট্টগ্রাম নগরের ইতিহাস দীর্ঘ ও গৌরবময়। প্রকৃতি দিয়েছে নগরকে অফুরন্ত দান। এখানে আছে কর্মক্ষম জনশক্তি ও বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ। তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামকে একটি উঁচু মানের নগরে পরিণত করতে পারিনি আমরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের উন্নয়নের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (চউক)'র মাধ্যমেই শুধু গত ৫ বছরে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ অনুমোদিত হয়। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের কাজও চলছে। কর্ণফুলীতে টানেল নির্মাণ, গভীর সমুদ্রবন্দর, মিরসরাই ও আনোয়ারায় স্পেশাল ইকোনোমিক জোন স্থাপনসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাজ চলছে। চট্টগ্রাম বন্দর, ওয়াসাসহ অন্যসব প্রতিষ্ঠানেরও হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন ও সেবার কাজ চলছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার-মায়ানমার হয়ে চীন পর্যন্ত সংযোগের মাধ্যমে সড়ক পথে বাণিজ্য সম্প্রসারণেরও প্রচেষ্টা চলছে। সুতরাং, এই সরকারের আমলে চট্টগ্রামের পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব। এ অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চট্টগ্রামে তাঁর একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে আমাকে মেয়র পদে সমর্থন করেছেন। আমি নির্বাচিত হলেই চট্টগ্রামকে ঘিরে সরকারের যে উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা তা আরো পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হবে।

চট্টগ্রাম নগরকে নান্দনিক, জনবান্ধব, যানজটমুক্ত, জলাবদ্ধতামুক্ত ও দূষণমুক্ত নগরে পরিণত করতে সকল মহলের সাথে আলাপ আলোচনা করে যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে টেকসই সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই আমাদের লক্ষ্য। সুশাসন, জবাবদিহিতা ও টেকসই উন্নয়ন চাই আমরা। উন্নয়ন ও সেবাখাতে ভিশন তৈরি, গবেষণা ও চিন্তাপ্রসূত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব সমৃদ্ধশালী নগরী গঠনই আমাদের লক্ষ্য।

সুযোগ পেলেই চট্টগ্রামের ভূ প্রাকৃতিক অবস্থানগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বমানের নগরীর আধুনিক সব ধরনের সেবা দিতে পারব। নগর জীবনযাত্রাকে আধুনিক ও মানসম্মত করতে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট থাকব। চট্টগ্রাম শহরের স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রাজধানী করার ব্যাপারে কার্যকর সব উদ্যোগই নেওয়া হবে। নগরবাসীর পরামর্শেই চলবে সিটি করপোরেশন। নগরের এবং জন-মানসের উন্নয়নে নগরবাসীর মতামতই আমার কাছে মুখ্য। শুধু প্রয়োজন একটিবার আপনাদের মূল্যবান ভোটদানের মাধ্যমে একটি অভাবনীয় পরিবর্তনের সুযোগ।

যেকোনো ভালো কাজই সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফল ও গ্রহণযোগ্য হয়। সফলতা আনে। আমি আপনাদের কথা দিতে চাই, নির্বাচিত হলে চসিক পরিচালনায় দলের উর্ধ্বে উঠে কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনাদের সার্বিক পরামর্শে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে প্রতিটি শ্রেণি ও পেশার মানুষকে নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

তথ্যসূত্র:

http://www.shironaam.com/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%87%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0/